মুন্সিগঞ্জ জাতের দেশী গরু

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভুমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে গরু কৃষির একটি অপরিহার্য অংগ। অধিকাংশ খামারীগণ কৃষি কাজের জন্য গরু পালন করে আসছে। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু পরিবারের দুধ ও নগদ অর্থের যোগানদাতা হিসেবে সুপরিচিত। সাধারণত ষাঁড়গুলোকে হাল চাষে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত জীবনকালের উৎপাদন পর্যায়ের শেষে গাভী ও ষাঁড়গুলো মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিশেষায়িত কোন গরুর জাত তৈরি হয়নি। দেশ ভাগের পূর্বে জমিদারগণ ইন্ডিয়া থেকে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জাতের গরু বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে নিয়ে আসেন। এ সকল গরুর সাথে দেশী গরুর প্রাকৃতিকভাবে প্রজননের ফলে সংকর জাতের গরু উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে এই সংকর জাতের গরুগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বশানুক্রমে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়। মুন্সিগঞ্জ গরু হচ্ছে এমনি একটি জাত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে গরুর দুধ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সংকরায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে দেশী গরুর প্রতি খামারীদের আগ্রহ কমতে থাকে এবং সংকরায়নের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আস্তে আস্তে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

দেশী গরুর এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সাল থেকে একটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর বিশেষ গুণাবলি

এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংকর জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশী বিধায় চিকিৎসা জনিত ব্যয় অনেক কম। এছাড়া দেশীয় প্রচলিত খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দুধ ও বাচ্চা দেয়। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের হওয়ায় পরিবারের মহিলা সদস্যগণও এদের পালন করতে পারে।

চিত্র ১ ঃ মুন্সিগঞ্জ জাতের ষাঁড়

চিত্র ২ ঃ মুন্সিগঞ্জ জাতের গাভী

মুন্সিগঞ্জ গরুর আবাসস্থল

মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর মূল আবাসস্থল। তবে মুন্সিগঞ্জ জেলা সংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় এদেরকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জরিপ চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঐ সকল অঞ্চলের মোট গরুর মাত্র ৩.৫৯% হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরু। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুগুলোর মধ্যে ১২.৭০%, ১৯.০৫% এবং ৬৮.২৫% হচ্ছে যথাক্রমে ১ বছরের নিচের বয়সের বাছুর, বাড়ন্ত গরু (১ বছর থেকে বাচ্চা দেওয়ার আগ পর্যন্ত বয়স) এবং বয়স্ক (নুন্যতম একবার বাচ্চা দিয়েছে) গরু। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর ষাঁড় বা সিমেন সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় জাতটি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ গরুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

এই জাতের গরুগুলো সাধারণত মধ্যম আকৃতির হয়। গরুর গায়ের লোমগুলো হালকা ধুসর (cream) থেকে সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে ষাঁড় গরুর সম্মুখ ভাগে কুজের (Hump) নিকটবর্তী স্থানে লালচে আভা দেখা যায়। এই জাতের গরুর নাকের অংশ, চোখের লোম, লেজে চুলের গোছা এবং খুর বাদামী বর্ণের হয়। শিং মধ্যম বা ছোট আকৃতির ও বাকানো এবং খাড়া ভাবে উপরের দিকে বিন্যস্ত থাকে। ষাঁড়ের গল কম্বল ও কুজ মধ্যম ধরণের এবং গাভীর তুলনায় উন্নত হয়। পুর্ণ বয়স্ক ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৩০০-৪০০ কেজি এবং গাভীর দৈহিক ওজন ২০০-২৫০ কেজি।

দুধ উৎপাদন

খামারী পর্যায়ে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভীগুলোর গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ৩.০০ থেকে ৪.০০ লিটার। বিএলআরআই গবেষণা খামারে গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন হচ্ছে ৪.৫ থেকে ৫.৫ লিটার। তবে, কিছু সংখ্যক গাভী দৈনিক ৮.০ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য

বকনাগুলো ৩.০-৩.৫ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। পরবর্তীতে প্রতি ১২-১৩ মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার ৬০-৭০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বর্তমানে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য খামারী পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, জন সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রজনন সেবা, দৈহিক আকার ও ওজন বৃদ্ধিসহ যৌন প্রাপ্তির বয়স কমিয়ে আনার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, বিএলআরআই গবেষণা খামারে মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর একটি নিউক্লিয়াস হার্ড গঠন করে দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড়ভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার

মুন্সিগঞ্জ গরু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আবহমান কাল থেকে পালিত হয়ে আসা একটি মুল্যবান দেশী জাতের গরু। এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

রচনায় ও সম্পাদনায়

ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

এবং

ড. গৌতম কুমার দেব, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-২৮৪

প্রথম সংস্করণ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশকাল জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ

অর্থায়নে AFACI
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা ১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭১৬৭০-২
ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৯৫
ই-মেইল ঃ infoblri@gmail.com
www.blri.gov.bd